বিনাধান-২২ | উচ্চফলনশীল প্রিমিয়াম কোয়ালিটি আমন ধানের জাত

ফ্যাক্ট শিট: বিনাধান-২২

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য

আমন মৌসুমে আগাম জাতের ধান কৃষকের হাতে তুলে দেওয়া; ডাল, তেল ও অন্যান্য রবি ফসলের আবাদ কাঙ্খিত মাত্রায় বৃদ্ধি করা এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে MR219 ধানের জাতটি রূপান্তর করে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের নিমিত্তে বায়োটেকনোলজি বিভাগ, বিনা'তে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়।

জাত পরিচিতি

মালয়েশিয়া হতে MR219 জাতের বীজকে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয় বিনাধান-২২। এর মিউট্যান্ট লাইন BINA-MV-20। পরবর্তীতে এই মিউট্যান্ট লাইনটি বিভিন্ন জেনারেশনে (M_4,M_5,M_6) ফলন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে ছাড়করণের জন্য চূড়ান্ত করা হয়। এটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলের মাঠে চাষাবাদ করে সফলতা আসে। ২০১৯ সালে মাঠ পর্যায়ের মূল্যায়ন শেষ হয়। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এ ধান পাঠানো হয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় বীজ বোর্ডে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৯তম সভায় ধানটি আমন মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছ খাটো (৯১-৯৫ সে.মি.) ও খাড়া বিধায় হেলে পড়ে না।
- জীবনকাল ১১২-১১৫ দিন।
- চাল সরু ও লম্বা; ১০০০ ধানের ওজন ২৫.২ গ্রাম।
- গড় ফলন ৬.১ টন/হেক্টর।

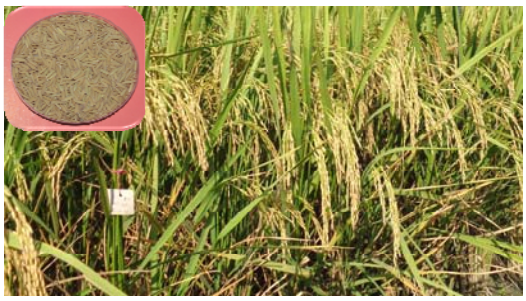

বিনাধান-২২ এর মাঠ দৃশ্য ও ধানের ছবি

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ধান।
- ডিগপাতা খাড়া ও মোটা এবং পরিপক্ক অবস্থায় গাছ সবুজ থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

- বীজতলায় বীজ বপন ও বীজ হার: জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ (আষাঢ়ের ১ম হতে শেষ সপ্তাহ) পর্যন্ত। রোপণের ক্ষেত্রে বীজের হার: ২৫-৩০ কেজি/হে. বা ১০-১২ কেজি/একর।
- চারার বয়স ও রোপন: ২০-২৫ দিনের চারা জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ হতে আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ (শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ) পর্যন্ত রোপণ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।
- সার ব্যবস্থাপনা: প্রতি হেক্টরে: ইউরিয়া- ১০০-১২০ কেজি, টিএসপি- ৮০-১০০ কেজি, এমওপি- ৩০-৩৫ কেজি, জিপসাম- ২৫-৩৫ কেজি, জিংক সালফেট- ১-৩ কেজি। রোপণের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সারের ৩য় কিস্তি রোপণের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে কাইচথোর আসার পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- কাঙ্খিত ফলন পাওয়ার জন্য আগাছা দমন, মালচিং ও সার প্রয়োগ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সময়মত সম্পন্ন করতে হবে।

বিশেষ সতর্কতা

- যে জমিতে পানি জমে থাকে সে জমি জাতটি চাষাবাদের উপযোগী নয়।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে ট্রুপার প্রতি একরে ১৬০ গ্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সঠিকভাবে ধান কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আরও তথ্যের জন্য: বিভাগীয় প্রধান (বায়োটেকনোলজি বিভাগ), বিনা, ময়মনসিংহ-২২০২, মোবাইল: ০১৭৫৬-৯২৬৬৮০
ইমেইল: imtiazukm@gmail.com ওয়েবসাইট: www.bina.gov.bd